দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনাকে রাজনৈতিক ইস্যু করতে আওয়ামী লীগের বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন

স্টাফ রিপোর্টার ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনাকে ক্যাম্পাসের বাইরে এনে রাজনৈতিক ইস্যু তৈরী করতে আওয়ামী লীগ সাধ্যমতো চেষ্টা করছে।–সংখ্যালঘু নির্যাতন, আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের উপর অত্যাচার, মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধসহ বেশকিছু ইস্যু নিয়ে আওয়ামী লীগ এযাবত রাজপথ গরম করতে ব্যর্থ হলেও ছাত্রদের আন্দোলনকে ক্যাশ করতে আওয়ামী লীগ বিভিন্নভাবে কৌশল অবলম্বন করছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলে গত ২৪ তারিখ রাতে পুলিশের অভিযানের মধ্য দিয়ে ক্যাম্পাসে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। সেই উত্তেজনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লে গত শনিবার রাতে কর্তৃপক্ষ অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশে গতকাল সকল আবাসিক ছাত্র-ছাত্রী হল ছাড়তে বাধ্য হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনাকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ একটি রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে বিবেচনা করছে। এরই মধ্যে গত ২৫ তারিখ মহানগর আওয়ামী লীগ একটি প্রতিবাদ সমাবেশ করে এবং ঐদিনই সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়ামের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এর তিন দিনের মাথায় গতকাল আরেকটি প্রেসিডিয়ামের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই দু'টি প্রেসিডিয়ামের বৈঠকেরই অন্যতম এজেন্ডা ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা।

৭-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনার প্রতিবাদে বাম ছাত্র সংগঠনগুলো আজ ঢাকায় অর্ধদিবস হরতাল আহ্বান করেছে। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি এই হরতালের প্রতি সমর্থন জানিয়েছে। বাংলাদেশ ছাত্রলীগ আগামীকাল সারাদেশে পূর্ণদিবস হরতাল আহ্বান করেছে। ছাত্রলীগের হরতালের প্রতি আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়ামের বৈঠক থেকে সমর্থন জানানো হয়।

অন্যদিকে এই ইস্যুকে রাজনৈতিক ইস্যু তৈরী করতে এবং রাজপথে শক্তি বৃদ্ধি করতে আওয়ামী লীগ বাম রাজনৈতিক দলগুলোর সহযোগিতা চেয়েছে। এই প্রেক্ষিতে গত শনিবার রাতে আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ কমিউনিস্ট পার্টির অফিসে গিয়ে আলোচনা করেছেন। অবশ্য বাম দলগুলোর পক্ষ থেকে আওয়ামী লীগকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, ইস্যুভিত্তিক যুগপৎ আন্দোলন করার সম্ভাবনা থাকলেও আওয়ামী লীগের সাথে বাম দলগুলো কোন অবস্থাতেই এক প্লাটফরমে আন্দোলন করবে না।